ধারাবাহিক

মজিদপুরের ইতিকথা

সৌম্যশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বকথা ঃ ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে মজিদপুরে বাগান প্রতিযোগিতা হয়। সেরা বাগান যার–তাকে পুরস্কৃত করা হয়। অথচ অর্ক নিজের চোখে দেখেছে মিসেস দত্ত মাঝরাতে সামনের নার্সারি থেকে টব এনে নিজের বাগানে রাখছেন। কারও বউ আবার ভোররাতে অন্যের বাগানের মাটিতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন অক্সালিক অ্যাসিড, যা মাটিটাই নষ্ট করে দেবে। সন্ধ্যায় আবার পার্টি, মদের ফোয়ারা। এবার অর্ক পার্টিতেই যায়নি। মনটা অস্থির, আলো সেনের কথা মনে পড়ছে বারাবর। কমলও পার্টিতে যায়নি। গৌতম চ্যাটার্জি কমলকে জানালেন, এমডি খোঁজ করছিলেন কমলের। সে সেপারেটর তৈরির কাজ শেষ করে ফেলেছে একুশ দিনের মধ্যে।

(৯)

আশিস ঘোষ বলে চলেন, কলকাতাতেও গরম। তবে এখানে তো দেখছি ভালোই ঠান্ডা। কিন্তু এখন বাড়ি যাব, খুব টায়ার্ড লাগছে – আসলে স্টেশনে নেমেই তো সোজা প্ল্যান্টে চলে এসেছি।'

'কিন্তু গিয়েছিলেন কেন?'

'কাস্টমার ডেভেলাপ করতে। জাপানের একটা ডেলিগেশানের সঙ্গে মিটিং করতে। বেটারা সময়ই দেয় না, সময়ই দেয় না। পনেরো দিন বসিয়ে রেখে তবে সময় দিল। আসলে আমাদের সঙ্গে তো কোন প্রায়র অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না, তবু ডিমেল সাহেব ওঁর এক বন্ধুকে ধরে মিনিস্ট্রি লেভেলে কথা বলে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা আদায় করেছিলেন। আমাকে তাই ওখান থেকে নড়তেই দিতে চান না। যতবার বলি, ফিরে আসি, পরে আবার যাব, তো বলেন, না, দরকার হলে তুমি ওখানে একমাস থাকবে, পার্টির সঙ্গে কথা বলে তবে আসবে।

শেষ পর্যন্ত কাল রাত বারোটা পর্যন্ত মিটিং করে সকাল পাঁচটার সময় ফ্লাইট। হোটেল থেকে বেরিয়েছি চারটেরও আগে। তারপর কলকাতায় নেমে সারাদিন আবার হেড অফিসে মিটিং আর ভালো লাগছে না।'

এখন যদি কপাল ভালো থাকে আর সবকিছু যদি ঠিকঠাক হয় তা হলে জাপানের ওই পার্টি মার্চ এপ্রিল নাগাদ আমাদের প্ল্যান্ট দেখতে আসবে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেখে যদি পছন্দ হয় তবে অর্ডার দেবে। ওই অর্ডারটা পেয়ে গেলে ব্যস, কোম্পানিকে আর দেখতে হবে না। এইসব মন্দা ফন্দা এক অর্ডারেই মুছে যাবে। যাক্ গে, এ সব কথা এখন কাউকে বোলো না, শুধু নিজের মধ্যেই রেখো।

কাল তোমার ফোন হয়ে গেলেই আমিও এমডিকে ফোন করব। তখন যা বলার বলব – এখানকার পর্দা একেবারে ফাঁস করে দেব। নব দাসের ওয়ার্ক অর্ডারের কেসটাও ছুঁইয়ে রাখব। বলা তো যায় না কথাটা কখন কীভাবে ওঁর কানে গিয়ে পৌঁছবে? কে জানে তখন ওটা নিয়েই হয়তো একটা ইশ্যু তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু নব দাসের কাছে কাগজটা ফেরত নিয়েছিলে তো?'

'হ্যাঁ নিয়েছি, নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি, আপনি যেমনটা বলেছিলেন। কিন্তু ওটির কথাটা – ওটা চাপবেন কী করে? জানতে পারলেই তো এমডি একেবারে খেয়ে ফেলবেন।'

'তা ফেলবেন – তবে জানবেন না। আমার সঙ্গে সুশীল পালের কথা হয়ে গিয়েছে। ওটা আমি তিনটে ইনস্টলমেন্টে অল্প অল্প করে ভাগ করে দেব। প্রথমে একটু গাঁইগুঁই করছিল ঠিকই, কিন্তু পরে মেনে নিয়েছে।

মুখার্জি সাহেবের সঙ্গেও কথা হয়ে গিয়েছে – ওঁর কালকে আসতে একটু দেরি হবে। সেবায়নে রক্ত পরীক্ষা করতে গিয়ে তবে আসবেন।'

'ও, মুখার্জি সাহেব কালকে জয়েন করবেন বুঝি? এবারে বহুদিন ভুগলেন কিন্তু।'

'হ্যাঁ, বহুদিন ভুগলেন। তবে মনে হয় সামলে নিয়েছেন, অন্তত ফোনে গলা শুনে তাই মনে হল। নইলে ডেঙ্গু হলে লোকেদের দু'তিনমাস লেগে যায় রিকভার করতে।

সে যাকগে, উনি এসে গেলেই প্রসেস আউটলেটের সেপারেটরের সুইচটা ওঁকে দিয়ে অন করিয়ে বাকিগুলো আস্তে আস্তে চালু করে দেবে। তার আগে ওই জায়গাটা একটু পরিষ্কার করিয়ে নিও। কোনও রকম ইঁট কাঠ পাথর যেন পড়ে না থাকে।

আর হ্যাঁ, একটু মিষ্টি আর তিনটে নারকেলের ব্যবস্থা করে রেখো। কাল সকালে প্ল্যান্টে আসার সময় নতুন বাজার থেকে কিনে এনো। টাকাটা এখনই আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও। মনে হয় সাত আটশো টাকা মতো লাগবে। তবে হাজার টাকা নিয়ে রাখো। মোটামুটি ভালো মিষ্টিও তো এখন ছ'সাত টাকার কমে হয় না। তা হলে একশো পিস কিনতেই তো তোমার সাতশো টাকা লেগে যাবে। বাকি একশো টাকাতে তিনটে বড় বড় নারকেল নিয়ে নেবে, কুড়ি পঁচিশ টাকা পিসের।'

'না, অত দাম লাগবে না, কিন্তু তিনটে নারকেল কেন?'

'তিনটেই নেবে – বেশি না। মুখার্জি সাহেব সেপারেটারের সুইচটা অন করার আগে ওগুলো ফাটানো হবে। প্রথমটা মুখার্জি সাহেব ফাটাবেন, পরেরটা সুশীল পাল আর লাস্টে তুমি।'

'আমি – আমি কেন? না না আমি নয় – আপনি।'

'না, আমি নই। বোকার মতো কথা বোলো না, একটু প্ল্যান্ট পলিটিক্সটা বোঝার চেষ্টা করো। ঠিক আছে–তোমাকেও ফাটাতে হবে না, ওটা সুপ্রিয়কেই দিও। আমিই ওকে রিকোয়েস্ট করব।'

নাঃ, সুপ্রিয় সাহেবকে কোনও রিকোয়েস্টও করতে হয়নি – কিছু বলতেও হয়নি, মুখার্জি সাহেবের পর নিজেই একটা নারকেল তুলে নিয়ে ওটাকে সেপারেটরের সামনে ফাটিয়ে দিলেন।

পরের নারকেলটাও সুশীল পালকে দেওয়া গেল না – কমল কিছু বোঝার আগেই গৌতম চ্যাটার্জি ওটা রফিকুলের হাতে তুলে দিলেন।

মিষ্টিগুলোরও প্রায় যেন তাই–ই অবস্থা হল – চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই একশোটা মিষ্টিই নিঃশেষ হয়ে গেল। যারা কাজটা করল তারাও ঠিকমতো পেল না।

তবু এতটা পর্যন্ত যেন ঠিকই ছিল, কিন্তু সেই সুরটা কাটল, কাটল এমডি সাহেবকে ফোন করার সঙ্গে সঙ্গেই। কমল কিছু বলার আগেই উনি উত্তর দিলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, খবরটা পেয়েছি, কিছুক্ষণ আগেই গৌতম ফোন করে জানিয়েছে – ছবিও পাঠিয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপে দেখেছি।'

কিন্তু ওটা যদি সুর কাটা হয় তবে দিন কয়েক পর যে ঘটনাগুলো ঘটল তা যেন রীতিমতো বেসুরো। জানুয়ারির মাঝামাঝি মুম্বইয়ের পিকে টায়ার ফ্যাক্স করে জানাল গত অক্টোবর মাসে এমবিএল–এর পাঠানো একশো টনের কনসাইনমেন্টটা কোয়ালিটি ফেল করেছে – ওরা ওটা ফেরত পাঠাচ্ছে।

পরের বোমাটা পড়ল এর ঠিক দু'দিন বাদে। একই কারণ দেখিয়ে ফিলিপিন্সের মিলটন টায়ার তাদের তিনশো টনের একটা কনসাইনমেন্ট বাতিল করে ক্ষতিপূরণ দাবি করল। চিঠি লিখে জানাল যে তারা এই মুহূর্ত থেকে এমবিএল–এর সঙ্গে সমস্ত ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করছে।

দু'টো টায়ার কোম্পানিই এমবিএল–এর অনেক অনেক পুরোনো ব্যবসায়িক সঙ্গী। বিশ্ববাজারে দু'টো নাম করা ব্র্যান্ড। তাই এবার যেন আর কিছু বলতে হল না – চূড়ান্ত সম্মানহানি আর লোকসানের সামনে দাঁড়িয়ে মজিদপুর ব্ল্যাক কেমন যেন দিশেহারা হয়ে গেল। কী করবে আর কী না করবে বুঝতে না পেরে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়ল। প্রত্যেকে যেন নিজেকে বাঁচানোর জন্যে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো শুরু করল। পরিবেশটা খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়ে উঠল।

ম্যানেজমেন্ট গৌতম চ্যাটার্জিকে সামনে রেখে একটা এনকোয়ারি কমিশন তৈরি করল। কাউকে না পেয়ে ওই কমিশন তিনজন জুনিয়র অফিসারকে এর জন্য দোষী সাব্যস্ত করল। আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ না দিয়েই তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল।

সুযোগ বুঝে ম্যানেজমেন্ট আর দেরি করল